

সম্পাদকীয় ২

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান রচনায়

সদিচ্ছার অভাবে সমস্যা



বহুদিনের পরিশ্রমে প্রকাশ করা গেছে বাংলা বিজ্ঞান জার্নাল -এর প্রথম সংখ্যা। ১৪১৫ বঙ্গাব্দের ১ লা বৈশাখ প্রথম প্রকাশিত হয়েছে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত সংখ্যা। পরিকল্পনা থেকে আরম্ভ করে পরিমার্জন, সম্পাদনা, যন্ত্রস্থ করে প্রকাশ করার প্রক্রিয়াটি খুবই দীর্ঘ ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। শ্রুতিকটু হলেও বলতে বাধ্য হচ্ছি এ কাজে প্রায় কারও সাহায্য পাই নি। ভবিষ্যতে আশা রাখব বন্ধুরা এগিয়ে আসবেন। প্রাথমিক পর্বের ঝামেলা গুলি কাটিয়ে ওঠা গেছে। তবে, মুদ্রণের অর্থ সংগ্রহ করা কঠিন কাজ, এবং এ কাজে এখনও সফল হইনি, অদূর ভবিষ্যতে সফলতার কোনও আশা দেখা যাচ্ছে না। এদিকে আবার প্রত্যেক ইচ্ছুক ব্যক্তিই যেন আমাদের বাংলা বিজ্ঞান জার্নাল পড়তে পারেন সেটাই কাঙ্ক্ষিত ছিল। তাই অনলাইনে প্রকাশ। কিন্তু সমস্যা এখানেও পিছু ছাড়েনা। YahooGeocities থেকে জার্নালটি বিনামূল্যে অনলাইন প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁরা এই বিনামূল্যে পরিষেবা বন্ধ করে দিলে কিভাবে প্রকাশ হবে জানিনা। আশা রাখি একদিন

একান্ত নিজস্ব সার্ভার থেকে এবং পাতায় ছেপে এই জার্নাল বেরোবে। বর্তমানে নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশনা চলিয়ে যাওয়াটাই একটা রত।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান গবেষণাপত্র লেখা মোটেও সহজ কাজ নয় বরং খুবই কঠিন। বিজ্ঞান গবেষণাপত্র লিখতে প্রথমেই যে সমস্যা দেখা দেয় তা পরিভাষা। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পরিভাষার অভাব। এছাড়া আছে বাক্য গঠনে ইংরাজী ভাষার প্রভাব। বিজ্ঞানীরা অধিকাংশ সময়েই ইংরাজীতে স্বচ্ছন্দ, যেটা স্বাভাবিক। কিন্তু বাংলা তাদের কাছে শুধু কবিতা বা গল্পের ভাষা, কাজের ভাষা নয়। বিজ্ঞানের কোন জনপ্রিয় বিষয় নিয়ে লিখতে গেলে বিষয়বস্তু ঠিক রেখে কৃত্রিম ভাষা ব্যবহার না করাও কঠিন। যদিও এ বিষয়ে আচার্য জগদীশ চন্দ্রের প্রয়াস প্রশংসনীয়। ভারতবর্ষের বাংলা ভাষী রাজ্যগুলি ও বাংলাদেশ মিলিত ভাবে বিজ্ঞানী ও ভাষাবিদ নিয়ে পরিভাষা প্রণয়ন করার চিন্তা করতেই পারে। এতে বিজ্ঞানের যতটা উপকার হয় ভাষারও ততটা উপকার হয়। এমন অনেক মানুষ আছেন যাঁরা উদ্ভাবিত তত্ত্ব, তথ্য বা কৌশল মানুষের সামনে তুলে ধরতে চান। কিন্তু, তিনি বাংলা ছাড়া আর কোন ভাষায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে চান না বা স্বচ্ছন্দ না। সেই সুযোগ বাংলা ভাষায় কেন থাকবে না? বাংলা বিজ্ঞান জার্নাল সেই সুযোগই সৃষ্টি করতে চাইছে। আশা রাখি বা.বি.জা. মানুষের সেই আশা পূরণে সার্থক হবে।

পরিশেষে বলি সঠিক তথ্য ও সঠিক বিজ্ঞানসন্মত বাংলা ভাষায় লেখা রচনার জন্য এই জার্নালের দ্বার সব সময়েই খোলা। বিশেষজ্ঞের দ্বারা বিষয় ভিত্তিক সংশোধন ও ভাষা বিশেষজ্ঞের দ্বারা ভাষা ভিত্তিক সংশোধনের পরেই এই জার্নালে রচনা প্রকাশ করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। যাকে বলা হয় **peer review**। মাতৃভাষার এই সাধনায় আরও বন্ধু পার আশা রাখি। যথেষ্ট সংখ্যক রচনা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। মনে যদি ক্ষীণতম ইচ্ছাও থাকে তবে আসুন সবাই মিলে এই বাংলা বিজ্ঞান জার্নালকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলি এবং ইতিহাসে এক চিরন্তন স্বাক্ষর রেখে যাই। বা.বি.জা. র বছরে দুইটি সংখ্যাতে (১লা বৈশাখ সংখ্যা - ১৪/১৫ এপ্রিল ও আচার্য জগদীশ সংখ্যা - ৩০ নভেম্বর) আরও বেশি সংখ্যক উন্নত মানের লেখা আশা করাই যায়।



দীপংকর মজুমদার, সমপাদক